এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গ নির্যাতনকারী (নির্যাতন যে করে....)

বাংলাদেশের কোন পত্রিকা খুললেই যে সব ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে নির্যাতনের ঘটনা অন্যতম প্রধান ও নিয়মিত একটি ঘটনা। শারিরীক নির্যাতনই হোক আর মানসিক বা যৌন নির্যাতনই হোক, তার সচিত্র বিবরণ ছাড়া পত্রিকা এবং সংবাদ মাধ্যম যেন অসম্পূর্ণই বলা চলে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভিকারুন্নেসা স্কুলের ঘটনা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানার ঘটনা এখনো মানুষের মানসপটে বর্তমান। তবে যে নির্যাতনের ঘটনাই হোক না কেন নির্যাতিত ব্যক্তির প্রতি সহযোগীতা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তার পাশে দাড়িয়ে যায় সর্বস্তরের মানুষ - আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবনা নির্যাতিত ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, যে নির্যাতন করে তাকে নিয়ে। কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন তবে বিশেষজ্ঞের দিক থেকে চিন্তা করলে কোন সমাজ থেকে যদি নির্যাতনের ঘটনা নির্মূল করতে চাই তবে যে দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে তা হলো নির্যাতনকারী এবং তার আচরণ।

কেন একজন মানুষ নির্যতনকারী হয়?- তা বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার কেন নির্যাতন করে। আর এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক বিতর্কের অবসান এখনো হয়নি বলা চলে। কেউ বলেন কিছু মানুষের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে দেয় সে নির্যাতনকারী হবে কিনা, আবার কেউ বলেন, না এটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধরণ যা কখনো পরিবর্তন করা যায় না। আবার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলেই এমন হয়, তারা সমাজ থেকেই শিক্ষা পেয়ে যায় যে দূর্বলের উপর অত্যাচার করা যায় বিশেষত নারী ও শিশুদের। কোন্ মতবাদটি ঠিক আর কোনটি ঠিক না সেটা বিবেচনা করতে গেলে তর্ক বাড়বে বরং কমবে না। সে কারনেই আমরা মনোবিজ্ঞানীরা নির্যাতিত ব্যক্তি ও তার আচরনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করি তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

> কিছু মানুষের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে দেয় সে নির্যাতনকারী হবে কিনা, আবার কেউ বলেন, না এটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধরণ যা কখনো পরিবর্তন করা যায় না

সেই ৬০ এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানী আলবার্ট বান্ডুরা এবং তার সহযোগী মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের অভ্যাস নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন । মানুষের মধ্যে কোন একটি অভ্যাস কিভাবে গড়ে উঠে তা বিশ্লেষণ করাই তাদের কাজ। তারা কোন একটি আচরণ ক্রমাগত একই ধারায় করা হলে তাকে অভ্যাস বলে গণ্য করেন । সেই সূত্র ধরেই তারা বলেন মানুষকে নির্যাতন করাও একধরণের অভ্যাস যা মূলত অন্যের আচরণ দেখে কোন ব্যক্তি শিখে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি চাপ ও অন্যান্য প্রতিকুলতার সাথে মোকাবিলা করে।

এখন দেখা যাক নির্যাতন করার এই অভ্যাসটা কিভাবে গড়ে উঠে। যে কোন আচরণ অভ্যাসে পরিণত হতে গেলে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এই পর্যায়গুলো হল-

১. অভ্যাসের বা নির্যাতনের উৎস

২. কোন ঘটনা যা নির্যাতনের আচরণকে তীব্র করে দেয়

৩. নির্যাতনের আচরণের প্রতি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া

১. অভ্যাসের উৎস ঃ নির্যাতনের অভ্যাসটা শুরুই হয় এমন কোন পরিস্থিতি থেকে যেখানে হয় আমরা অন্য কাউকে সরাসরি নির্যাতন করতে দেখি বা কোনদিন কাউকে আঘাত করে কিংবা নির্যাতন করে পুরষ্কার পাই । এক্ষেত্রে যেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ তা হল কোন শিশু যদি নির্যাতনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় অর্থাৎ সে নিজে নির্যাতিত হয় বা কাউকে নির্যাতিত হতে দেখে তাদের কারো কারো মধ্যে নির্যাতন করার প্রবণতা গড়ে উঠতে পারে। আমরা হয়তো অনেক সময় শিশুর উপস্থিতিকে গুরুত্ব দেই না যার ফলে শিশুর সামনেই এমন কোন আচরণ করে ফেলি যা মোটেও কাম্য না। অনেক মা-বাবাই আছেন যারা তাদের বাচ্চার সামনেই হয়তো ঘরের কাজের মানুষটিকে নির্যাতন করে বা অন্য কাউকে নির্যাতন করে। আবার এমনও হয় যে, অনেক মা তার ছোট্ট শিশুটিকে অন্য কাউকে মারতে দেখে মজা পান এবং হেসে ফেলেন। এতে করে শিশু কিন্তু বোঝে না যে তার আচরণটি ঠিক কি ঠিক না এবং মা কে মজা পেতে দেখে সে তখন আচরণটি বার বার করতে থাকে। আর এভাবেই কোন একটি অভ্যাস তার উৎস পেয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় তাদের সবার মধ্যে কেন এই প্রবণতা গড়ে উঠে না বা তাদের সবাই কেন পরবর্তী জীবনে নির্যাতনকারী হয় না। এর ব্যাখ্যা হল, কেউ কেউ নির্যাতনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তার জীবনের সুখের বা ইতিবাচক ঘটনা নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকে ম্লান করে দিতে পারে । মনোবিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন যে, এই পর্যায়ে শিশু কেবল নির্যাতন করার সামর্থ্য লাভ করে যা পরবর্তী জীবনে আরো তীব্র হতে পারে বা নাও হতে পারে।

২. কোন ঘটনা যা নির্যাতনের আচরণকে তীব্র করে দেয় ঃ এই পর্যায়ে শিশু এমন কিছু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যা তার মধ্যে বিদ্যমান নির্যাতন করার সামর্থ্যকে আরো জোরালো করে দেয়। এ ধরণের কিছু পরিস্থিতি হল- কোন নেতিবাচক আচরণের প্রতি ক্রমাগত প্রশংসা বা পুরষ্কার পাওয়া, অনুকরণীয় ব্যক্তিকে বার বার নির্যাতন করতে দেখা, নির্যাতনের ঘটনা বারংবার প্রত্যক্ষ করা, প্রতিকূল বা অস্বস্তিকর পরিবেশে মানিয়ে চলার জন্য পুর্বে দেখা কোন আচরণ ব্যবহার করা এবং এর ফলে ইতিবাচক ফল পাওয়া। ধরা যাক, কোন বাচ্চাকে যদি মোটা হওয়ার কারণে তার সহপাঠীরা ক্ষেপায় তবে সে হয়তো তার দেখা নির্যাতনমূলক কোন আচরণ করে ফেলতে পারে সেই পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য।

৩. নির্যাতনের আচরণের প্রতি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া করা ঃ তৃতীয় পর্যায়ে যখন ব্যক্তির মধ্যে নির্যাতন করার সামর্থ্যটি আরো একটু জোরালো হয় তখন তার সেই আচরণের প্রতি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া আচরনটিকে অভ্যাসে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে সাধারণত দুটি বিষয় ঘটে -

- ব্যক্তি যখন তার আচরণের জন্য কোন শাস্তি পায় না বরং পুরুস্কৃত হয়
- নির্যাতনের যে আচরণটি করে সে নিজেকে ক্ষমতাবান ভাবতে শুরু করে বা সে তার চাপ মোকবিলা করতে পাওে, তখন সেটাই তাকে পরবর্তীতে নির্যাতন করতে উৎসাহিত করে, যাকে প্রকৃতপক্ষে নির্যাতনের অভ্যাস বলেই পরিগণিত করা যায়এ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কি করণীয়?

আসলে আমাদের করতে হবে অনেক কিছুই । আমরা অবশ্যই চাই নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে তার পাশে গিয়ে দাড়াতে কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় যদি আমরা সচেতনভাবে কোন নির্যাতন কারী তৈরী না করি। আর এজন্য প্রয়োজন নিজেদের আচরণ পবিবর্তন করা। আমরা নিজেরা যেন আমাদের শিশুদের সামনে এমন কোন আচরণ না করি যা দেখে তাদের মধ্যে নির্যাতনের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

সাবিহা জাহান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্রিয়া, মোহাম্মাদপুর